"সত্যের সন্ধানে অবিচল"

নোয়াখালী খবর এক্সপ্রেস

NOAKHALI KHABAR EXPRESS

Noakhali Khabar Express

নোয়াখালী

অনলাইন ই-পেপার | NOV | শুক্রবার ১৩ নভেম্বর ২০২৬ | বর্ষ:-০১,সংখ্যা :-১১ | noakhalikhabarexpress.com

নুসরাতের বাড়িতে 'দুইটা ছাগল থাকত'---- স্বরাষ্টমন্ত্রীর বক্তব্যে সংসদে উত্তেজনা



নিজস্ব প্রতিবেদক | নোয়াখালী খবর এক্সপ্রেস

কুমিল্লার জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র ডেভিলস ডাঙ্গি সংলগ্ন সবজ চুনোতে ভারবাহনসহ বাহিরে অভিজাতের দাবি নিয়ে জনপ্রিয় সংগঠন অভ্যাসের চলাচলকে স্বাধীনতাকে স্বাধীনতাদিন আয়োজনে একটি মহাজনে কেন্দ্র করে উত্তেজনকর সৃষ্টি হয়েছে। উঠে বক্তব্যের প্রতিবাদ অভিযোগ সংগঠন করেন একটিমিছে সংগঠন সংগঠন।

বৃহস্পতিবার (১২ নভেম্বর) সকালে বিজয়টিমিছে ঘিরে ঘটনা ঘটনা উদ্যোগের বক্তব্যের অভ্যাস নিয়ে নিয়ে স্বাধীনতা বাসন, এ অভিযোগ অভ্যাস বক্তব্যের চলাচলে চুনোতে এ নিয়ে বক্তব্য বক্তব্যের অভ্যাস বক্তব্যের না। নিয়ে বক্তব্য বলে এই অভি বক্তব্যে প্রাণ ৮০ নিয়ে সুত্র অভ্যাস একটি নিয়েদের বক্তব্য অভ্যাস।

এলাকাবাসীর স্বাধীনতা স্বাধীনতা, এই অভিযোগ স্বাধীনতা অভ্যাস বক্তব্যে। নিয়ে এই সংগঠনের পাশাপাশি একটিমিছে সংগঠন সংগঠনের প্রতিবাদ বক্তব্য বক্তব্যে। সংবিধানে বক্তব্যে একটি স্বাধীনতা বক্তব্যে সংগঠন সংগঠনের পাশ বক্তব্য অভ্যাস বক্তব্যে।

অভ্যাস বাসিন্দা বাসিন্দা বিশিষ্টজনের অভিযোগ

সংগঠন বিয়েটিশিপির নিয়ে বাসিন্দা বাসিন্দা বিশিষ্টজন অভ্যাস, সংগঠিত যোগাযোগমাধ্যমে অভিযুক্ত পড়া একটি নিয়েদের বাহিরে থেকে কিছু নিজেদের পর বাসিন্দা অভ্যাস অভ্যাস বক্তব্যে বলে বক্তব্যে। নিয়ে বাসি, বাসিন্দা পরিবারে জিন বা, একজন বক্তব্যমাধ্যমে পরিবার ও বৃহস্পতির অভিযুক্তদের বক্তব্যে অভ্যাস।

বাসিন্দা অভ্যাস অভিযোগ অভ্যাস, বাসিন্দার অভ্যাস বৃহস্পতিবার সংগঠন নিয়ে ধরে বক্তব্যে বক্তব্যে বাসিন্দা বক্তব্যে বিশিষ্টজনের বিষয়ে নিয়ে বক্তব্যে বাসিন্দা বাসিন্দা বক্তব্যে। এ বিষয়ে নিয়ে বাসিন্দা বাসিন্দা বক্তব্যে বাসিন্দা বক্তব্যে বাসিন্দা বক্তব্যে

"সত্যের সন্ধানে অবিচল"

নোয়াখালী খবর এক্সপ্রেস

NOAKHALI KHABAR EXPRESS

Noakhali Khabar Express

নোয়াখালী

অনলাইন ই-পেপার | NOV | শুক্রবার, ১৩ নভেম্বর ২০২৬ | দ্বিতীয় পৃষ্ঠা | noakhalikhabarexpress.com



জলবায়ু সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর আহবান
ঋণের বোঝা নয় , ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর অনুদান

জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোর ওপর নতুন করে ঋণের বোঝা না চাপিয়ে পর্যাপ্ত অনুদান ও নির্ভরযোগ্য আর্থিক সহায়তা দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

বৃহস্পতিবার (১২ নভেম্বর) তুরস্কের আনতালিয়ায় জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক সম্মেলন কপ-৩১-এর উচ্চপর্যায়ের অধিবেশনে দেওয়া বক্তব্যে তিনি এ আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলায় ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর অনুদান প্রয়োজন, আরও ঋণ নয়। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক জলবায়ু অর্থায়নের অন্তত ৫০ শতাংশ অভিযোজন কার্যক্রমে বরাদ্দের প্রস্তাব দেন তিনি।

সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী পাঁচটি বিষয়ে গুরুত্ব দেন। এর মধ্যে রয়েছে জলবায়ু অভিযোজন খাতে অর্থায়ন বৃদ্ধি, ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর ঋণের চাপ কমানো, পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তিতে ন্যায্য প্রবেশাধিকার, নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে উত্তরণ এবং ন্যায্য জ্বালানি রূপান্তর নিশ্চিত করা।

জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশের অবদান তুলনামূলকভাবে কম হলেও দেশটি এর বিরূপ প্রভাবের ঝুঁকিতে রয়েছে। তাই ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর প্রয়োজন অনুযায়ী আন্তর্জাতিক সহায়তা নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্ব দেন প্রধানমন্ত্রী।



হামে মৃতের সংখ্যা ১৩০০ ছুঁইছুঁই

বিশেষ প্রতিবেদন

শিশুস্বাস্থ্য নিয়ে বাড়ছে উদ্বেগ, সংক্রমণ মোকাবিলায় সতর্কতার পরামর্শ

দেশে হাম ও হামের উপসর্গ নিয়ে মৃত্যুর সংখ্যা ১ হাজার ৩০০-এর কাছাকাছি পৌঁছেছে। শিশুদের মধ্যে সংক্রমণের ঝুঁকি এবং হাসপাতালে রোগীর চাপ জনস্বাস্থ্য পরিস্থিতি নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি করেছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের ১৫ মার্চ থেকে ১২ নভেম্বর পর্যন্ত হাম ও হামের উপসর্গ নিয়ে মোট ১ হাজার ২৯৯ জনের মৃত্যু হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১২ নভেম্বর) প্রকাশিত স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ বুলেটিনে জানানো হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নিয়ে আরও চারজনের মৃত্যু হয়েছে। তবে এ সময়ে নিশ্চিত হামে কোনো মৃত্যুর ঘটনা ঘটেনি। এ পর্যন্ত নিশ্চিত হামে ১০৫ জন এবং হামের উপসর্গ নিয়ে ১ হাজার ১৯৪ জনের মৃত্যু হয়েছে।

এক দিনে হাসপাতালে ভর্তি ১ হাজার ৫৪১ জন

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ১ হাজার ৫৪১ জন রোগী হাম ও হামের উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। তাদের মধ্যে ১৫৭ জনের শরীরে পরীক্ষায় হাম শনাক্ত হয়েছে। অন্যদিকে ১ হাজার ৩৮৪ জনকে হামের উপসর্গ নিয়ে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

চলতি বছরের ১৫ মার্চ থেকে এ পর্যন্ত দেশে সন্দেহভাজন হামের রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২ লাখ ৪৪ হাজার ২৯১ জনে। বিপুলসংখ্যক রোগীর হাসপাতালে আসা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ এবং চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য বিভাগের ওপর বাড়তি চাপ তৈরি করছে।

শিশুদের সুরক্ষায় টিকাদান গুরুত্বপূর্ণ

হাম অত্যন্ত সংক্রামক একটি ভাইরাসজনিত রোগ। সাধারণত আক্রান্ত ব্যক্তির হাঁচি-কাশি ও শ্বাসতন্ত্রের মাধ্যমে ছড়ায়। বিশেষ করে টিকা না নেওয়া শিশুদের আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি। জ্বর, সর্দি, কাশি, চোখ লাল হওয়া এবং শরীরে লালচে ফুসকুড়ি দেখা দেওয়া এ রোগের সাধারণ লক্ষণ।

হাম থেকে নিউমোনিয়া, ডায়রিয়া ও অন্যান্য জটিলতা দেখা দিতে পারে। গুরুতর অবস্থায় শিশুর জীবনও ঝুঁকিতে পড়তে পারে। তাই শিশুর বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হামের টিকা নিশ্চিত করা জরুরি।

অভিভাবকদের সতর্ক থাকার পরামর্শ

শিশুর জ্বরের সঙ্গে শরীরে ফুসকুড়ি দেখা দিলে অবহেলা না করে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন। আক্রান্ত শিশুকে অন্য শিশুদের কাছ থেকে কিছুটা আলাদা রাখা এবং চিকিৎসকের নির্দেশনা অনুসরণ করাও গুরুত্বপূর্ণ।

জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে নিয়মিত টিকাদান, দ্রুত রোগ শনাক্তকরণ, প্রয়োজনীয় চিকিৎসা এবং জনসচেতনতা বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। হামের সংক্রমণ ও মৃত্যুর এই পরিসংখ্যান শিশুস্বাস্থ্য সুরক্ষায় পরিবার, স্বাস্থ্যকর্মী ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সমন্বিত উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরছে।

তথ্যসূত্র: স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ বুলেটিন

সম্পাদকীয়

১৩ নভেম্বর ২০২৬ | সংখ্যা :১১

সত্যের পক্ষে একা হলেও

মানুষ সত্য বলতে চায়, সত্যের পক্ষে দাঁড়াতে চায়। কিন্তু বাস্তবতা হলো, আমাদের সমাজে অনেক নিরীহ মানুষ কখনো কখনো কিছু প্রভাবশালী ও ক্ষমতাধর মানুষের কাছে জিম্মি হয়ে পড়ে। নিজের চোখে অন্যায় দেখেও অনেকে মুখ খুলতে সাহস পায় না। কেউ ভয় পায়, কেউ স্বার্থের কারণে নীরব থাকে, আবার কেউ পরিস্থিতির চাপে সত্যকে আড়াল করে অন্যায়ের পক্ষেই অবস্থান নেয়।

এভাবেই একসময় সত্য বলার মানুষগুলো চারপাশে থেকেও একা হয়ে যায়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বললে তাকে নানা প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়, কখনো সমালোচনা, কখনো চাপ, আবার কখনো হুমকিরও শিকার হতে হয়। অথচ সত্য প্রকাশ করা কোনো অপরাধ নয়; বরং অন্যায়কে অন্যায় বলা এবং মানুষের ন্যায্য অধিকার তুলে ধরা প্রত্যেক সচেতন মানুষের নৈতিক দায়িত্ব।

আমরা বিশ্বাস করি, সত্য কখনো সংখ্যাগরিষ্ঠতার ওপর নির্ভর করে না। অনেক মানুষ একসঙ্গে দাঁড়ালেই কোনো বক্তব্য সত্য হয়ে যায় না, আবার একজন মানুষ একা দাঁড়ালেই তার সত্য মিথ্যা হয়ে যায় না। সত্যের শক্তি তার যুক্তি, প্রমাণ ও নৈতিকতায়।

একজন সাহসী কণ্ঠের দায়িত্ব হলো কারও ব্যক্তিগত শত্রু হওয়া নয়, বরং অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলা, নির্যাতিত মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবং প্রমাণের ভিত্তিতে বাস্তবতা তুলে ধরা। তবে এই পথ চলতে হবে দায়িত্বশীলতা, সততা ও বিবেককে সঙ্গে নিয়ে।

হয়তো সত্যের পক্ষে দাঁড়ালে পাশে সবাইকে পাওয়া যাবে না। হয়তো অনেক পরিচিত মুখও নীরব থাকবে। তবু সত্যের পথ থেকে সরে আসা যায় না। কারণ মানুষের প্রশংসা বা বিরোধিতা নয়, শেষ পর্যন্ত আমাদের কাজের জবাবদিহি মহান আল্লাহর কাছেই।

আমরা কারও পক্ষে নই, আমরা ন্যায়ের পক্ষে। আমরা কারও ভয় দেখানো কথায় সত্য আড়াল করতে চাই না, আবার কাউকে অন্যায়ভাবে অভিযুক্তও করতে চাই না। প্রমাণ যেখানে আছে, সেখানে সত্য তুলে ধরব; অন্যায় যেখানে ঘটবে, সেখানে প্রশ্ন তুলব।

সত্যের পথ কঠিন হতে পারে, পথিক একা হতে পারে; তবু সত্যের পক্ষে দাঁড়ানোর সাহস হারানো যাবে না। কারণ আমাদের সবচেয়ে বড় ভরসা মহান আল্লাহ।

— সম্পাদকীয়

নোয়াখালী খবর এক্সপ্রেস